কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফলাফল প্রদান

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নকীব মুহাম্মদ নসুরুল্লাহ বলেছেন, সন্তানরা ভালো ফলাফল করলে অভিভাবকরা খুবই খুশি হয়। আর তাই ভালো ফলাফল পেতে অবশ্যই বেশি বেশি পড়াশোনার দরকার।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মেলন কক্ষে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম ও নবম শ্রেনীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফলাফল ভালো করা মানেই যে প্রথম হতে হবে বিষয়টি তেমন নয়, তবে ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। এজন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে তবেই কেবল তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের পড়ালেখার মাধ্যমে আজকে যারা যারা ভালো ফলাফল করেছো নিশ্চয়ই তারা বেশি পরিশ্রম করেছো, আর যারা মধ্যম অবস্থায় রয়েছে তারা বেশি পড়াশোনা করো নি, আর যারা পিছিয়ে রয়েছো তারা আগামীতে চেষ্টা করবে আজকের এগিয়ে থাকাদের সাথে টেক্কা দিতে বেশি বেশি পরিশ্রম এবং পড়াশোনা করে নিজেকে এগিয়ে নেবে।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ফলাফল ও শৃঙ্খলার মানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরি হয় সৎ, দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, চিন্তার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

এডুকেয়ার যেন আর ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত হতে পারে

কোটচাঁদপুরে সব্দুল সরদার স্কুল এন্ড কলেজে পিঠা উৎসব

মাঘের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসে পাঠদান শিখতে। কিন্তু আজ শিক্ষার্থীদের কাঁধে কোনো স্কুল ব্যাগ নেই, নেই কোনো বই, খাতা ও কলম। সকলেই নানান সাজে নিজ অভিভাবকসহ বিদ্যালয়ে এসেছে পিঠা উৎসব করতে। পৌষের বিদায়ে আর মাঘের শুরুতে আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির পিঠা উৎসব

বিদ্যালয়ের মাঠে নকশি পিঠা, চিতই পিঠা, রস পিঠা, ডিম চিতই, দোল পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা, পাকান, কুলি, জামাই পিঠা, আন্দশা, কাটা পিঠা, ছিট পিঠা, গোকুল পিঠা, ইলিশ পিঠা, চুটকি পিঠা, মুঠি পিঠা, জামদানি পিঠা, হাড়ি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, পাতা পিঠা, ঝুড়ি পিঠাসহ আরও কত নাম!

গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিঠামেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৬ শে জানুয়ারি) সকালে পৌর এলাকার দুধসারা বাসস্ট্যান্ড ও ফায়ার সার্ভিস অফিস সংলগ্ন সব্দুল সরদার মিউনিসিপ্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ও অবিভাবকের আয়োজনে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শিশির আহম্মেদ শিলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে

পিঠা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান,সুব্রত কুমার,আব্দুল্লাহ বাশার, প্রমুখ।

পিঠা উৎসবে আগত অতিথি রা বলেন, দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তেমনই একটি ঐতিহ্য পিঠাপুলি-পায়েস। ডিজিটাল যুগের চাহিদায় মানুষের মাঝে আত্মিক সম্পর্কও হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না পিঠাপুলির নাম। আগে গ্রামের প্রতি বাড়িতে উৎসবের মতো পিঠাপুলি বানানো হতো, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে মহা আনন্দে খাওয়া হতো। এখন আর সেসব খুব একটা দেখা যায়না। তাই গ্রামীণ সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময় অতিথিবৃন্দের মাঝে নানারকমের পিঠা পরিবেশন করে

শিক্ষর্থীরা। পিঠা উৎসবে সকল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভীড় লক্ষ করা যায়।

সে সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী,দর্শনাথী, সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির মতবিনিময় সভা

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সাথে শিক্ষক দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার দুপুর ১.৩০ মিনিটের সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মিলানায়তন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গভর্নিং বডির সদস্য ও ২ ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, সদস্য চুন্নু মিয়া ইউসুফ আলী, সদস্য কল্পনা খাতুন, ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম সহ স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক, সহকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারী বৃন্দ।

সভায় সভাপতি মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য আগামীর জন্য দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন ও কর্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। এবং সভাপতি মিজানুর রহমান রানা প্রতিটি ক্লাসে যেয়ে ক্লাস পরিদর্শন করেন, সাথে সকল শিক্ষার্থী দের পড়াশোনায় মনযোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন, এস এস সি এইস এস সি তে রেজাল্ট ১০০% পাস ও এ+ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে হবে। ছাত্র ছাত্রী দের স্কুলে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।প্রয়োজনে অবিভাবকদের শরণাপন্ন হতে হবে। তার পরেও না হলে গভর্নিং বডিকে জানাতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীর যারা বছরে সর্বোচ্চ উপস্থিত থাকবে তাদের আমার পক্ষ থেকে পুরুষ্কার থাকবে।সকল ছাত্র